(BANGLA)
methi k 50 madani phool matter

মেথীর ৫০টি মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” **(আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

কিতাব পাঠ করার দো‘আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো‘আটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দো‘আটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:
“কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মেথীর ৫০টি মাদানী ফুল

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন যে, আমি (সমস্ত যিকর ও ওযীফা বাদ দিব এবং) নিজের পুরো সময় দরূদ শরীফ পাঠে ব্যয় করব। তখন **নবী করীম, রউফুর রহিম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এটা তোমার চিন্তা সমূহ দূর করতে যথেষ্ট হবে এবং তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (তিরমিযী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬৫, দারুল ফিকর)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ্ তা'আলা অগণিত নেয়ামত সমূহের মধ্য থেকে একটি নেয়ামত মেথীও রয়েছে, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী, আর اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আমিও {সগে মদীনা عُفِیَ عَنْہُ (লিখক)} এর দ্বারা উপকার পেয়েছি, তাই **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বাণী: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ نَّفَعَ النَّاسِ অর্থাৎ- "মানুষের মধ্যে উত্তম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মানুষের উপকার সাধন করে।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৭৬৫৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এর উপর আমলের নিয়্যতে মেথী সম্পর্কিত ৫০টি মাদানী ফুল পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। এ কথাটি সর্বদা মনে রাখবেন, কোন ব্যক্তির বর্ণনা বা বইয়ে লিখিত বরং হাদীস মোবারাকায় বর্ণিত চিকিৎসাও অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিত না করা উচিত।

(১) **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "اِسْتَشْفُوْا بِالْحُلْبَةِ অর্থাৎ- মেথী দ্বারা আরোগ্যতা লাভ কর।"[২] মেথীকে আরবীতে হুলবা, ফারসীতে শামবিলীলাহ, পশতু ভাষায় মালখুযাহ এবং ইংরেজী ভাষায় ফিনুগিরিক **(FENUGREEK)** বলা হয়।

(২) মেথীতে ভিটামিন বি, জিংক, ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম বিদ্যমান থাকায় তা শারীরিক দূর্বলতা ও রক্ত স্বল্পতা দূর করে।

(৩) মেথীতে ডালের ন্যায় রান্না করে বা খিচুড়ী বানিয়ে কিংবা মেথীর পাউডার চাটনি বা সসে মিশিয়ে নিয়েও উপকার নিতে পারেন।

(৪) অল্প স্বল্প মেথীর দানা প্রত্যেক তরকারি ইত্যাদিতে অবশ্যই দেওয়া উচিত।

(৫) মেথী চোখের হলুদ রং, মুখের তিক্ততা ও হৃৎপিন্ড নষ্ট হওয়ার অবস্থা দূরীভূত করে।

(৬) যাদের মুখ থেকে থুথু অর্থাৎ- লালা বের হয়, তাদের জন্য মেথীর ব্যবহার আশ্চর্যজনক সুফল রয়েছে।

---

[২] (তামযীহুশ শারীয়াহ্, ২য় খন্ড, ২৪৬ পৃষ্ঠা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

দীর্ঘস্থায়ী কোষ্টকাঠিন্যতা ও পেটের রোগের চিকিৎসা

(৭) মেথী বদ হজম, তিক্ত ঢেকুর ও ক্ষুধামন্দা দূর করে।

(৮) মেথী পেটের বায়ু নির্গমন করে এবং লিভারের কার্যকারিতা সঠিক (সুস্থ) রাখে।

(৯) অন্ত্রের দূর্বলতার কারণে যদি দীর্ঘমেয়াদি কোষ্টকাঠিন্যতা হয় তবে পাঁচ গ্রাম মেথীর পাউডার গুড়ের সাথে মিশিয়ে সকাল বিকাল পানি সহ কিছু দিন ব্যবহার করার ফলে কেবল দীর্ঘমেয়াদি কোষ্টকাঠিন্যতা দূর হবে না বরং লিভারেও শক্তি অর্জিত হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

(১০) পেটের আলসার বা অন্ত্রের ক্ষত ও ফোলাতে মেথীর ব্যবহার অনেক উপকারী।

(১১) আমাশয় রোগীদের জন্য ৫ গ্রাম (ছোট চামচ) মেথী চুর্ণ পানি দিয়ে ব্যবহার করা উপকারী।

(১২) মেথী পেটের ছোট ছোট কৃমি মেরে ফেলে।

(১৩) মেথীর দানা প্রশান্তিদায়ক, হজমকারী ও পেটের জ্বালা পোড়া এবং পেট ফোলা রোগ দূর করে দেয়।

কোমর ও জোড়ার ব্যথা

(১৪) মেথীর ব্যবহার কোমর ব্যথা, প্লিহার ফোলা ও জোড়ার ব্যথা ইত্যাদিতে উপকারী।

(১৫) মেথী দানা গুড়ের সাথে ফুটিয়ে ব্যবহার করলে কোমর ও জোড়ার ব্যথায় আরাম পাওয়া যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

(১৬) জোড়ার ব্যথার জন্য মেথীর দশ গ্রাম তাজা পাতা পানিতে পিষে সকালে আধোয়া মুখে ব্যবহার করুন। (মেথী পাতা সবজি বিক্রেতাদের কাছে পাওয়া যেতে পারে)

সাধারণ ও রক্তাক্ত অর্শ্বরোগের চিকিৎসা

(১৭) মেথীর নিয়মিত ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্ **তা'আলার** দয়ায় অর্শ্বরোগের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং অনেক সময় পাইলস ঝড়ে যায়। যদি এর সাথে আনজির ফলও ব্যবহার করা যায় তবে এর উপকারিতা আরো বৃদ্ধি পাবে।

(১৮) অর্শ্বরোগের জন্য একটি ফলদায়ক ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে; ২৫০ গ্রাম মেথী দানা ও ২৫০ গ্রাম ছোট এলাচি নিন এবং উভয়টাকে মিহি করে পিষে নিন। দিনে দুই বা তিনবার চা চামচে এক চামচ মেথী পাউডার এক চামচ দুধ বা পানির সাথে ব্যবহার করুন।

(১৯) এ ব্যবস্থাপত্র উপরোক্ত পদ্ধতিতে ব্যবহার করলে অশ্বরোগ ছাড়াও যেসব রোগে ক্ষেত্রে উপকার রয়েছে (তা হচ্ছে): ক্ষুধামন্দা, পুরোনো গ্যাস, জ্বর বিশেষ (অর্থাৎ- ঐ গরম তাপ যা খাওয়ার পর মাথায় উঠে যায় এবং শরীরকে গরম করে দেয়), বদহজম, তিক্ত ঢেকুর আসা, বুকের ও পেটের জ্বালা পোড়া, পেট ফাঁপা, খাবার খাওয়ার সাথে সাথে তন্দ্রা তথা ঘুম আসা এবং খাবার খেতেই শরীরে ক্লান্তি ও হতাশা সৃষ্টি হওয়া।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

(২০) কাঁশির ঔষধগুলো সাধারণত পাকস্থলি নষ্ট করে দেয় তাই পুরোনো কাঁশির রোগী ঔষধ সেবনের কারণে পাকস্থলিতে জ্বলন ও বদহজম থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন, মেথীর ব্যবহার কেবল কাশিতে উপকার হয় না বরং পাকস্থলিকেও সুস্থ করে দেয়।

(২১) মেথী কফ বের করে দেয় এবং ফুসফুসের অভ্যন্তরিন পাতলা আবরণকে রক্ষা করে।

(২২) মেথী দানার পাউডার গরম পানিতে মিশিয়ে পান করা কাঁশি ও হাঁপানি বা শ্বাষকষ্টে উপকারী।

(২৩) মেথী দানা পানির মধ্যে দিয়ে হালকা আগুনের তাপে খুব ভাল ভাবে সিদ্ধ করুন, যখন কুসুম গরম তথা সহ্য করার মত গরম হয়ে যায় তা দ্বারা গড়গড়া করে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ গলার খুশখুশ ভাব ও ফোলার জন্য উপকারী হিসেবে পাবেন।

বাহ্যিক ফোলা ও ফোড়া সমূহের চিকিৎসা

(২৪) মেথী দানার বাকল বা ছিলকা ফেলে দিয়ে সেটার মজ্জার প্রলেপ ফোলা বা ফোড়ার উপর বেঁধে রাখলে **আল্লাহ্ তা'আলা** চাইলে উপকার হবে।

মুখের ফোস্কা

(২৫) মুখের ভিতর, জিহ্বার নিচে বা ঠোঁটের ভিতরের দিকে ফোস্কা (ঘা) হলে মেথী রান্না করে খাবেন অথবা মেথীর তাজা পাতা পানিতে ভাল ভাবে সিদ্ধ করে সেটার কুসুম গরম পানি দ্বারা সকাল বিকাল গড়গড়া ও কুলি করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মুখের ফোস্কা (ঘা) ভাল হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

সুগার ও ডাইবেটিকসের চিকিৎসা

(২৬) মেথী দানার ব্যবহার ডাইবেটিকসের এমন রোগীদের জন্যও উপকারী যারা "ইনসুলিন" ব্যবহার করে থাকে। এ সময় চাউল, আলু, বাঁধাকপি, কচু, কলা ও অন্যান্য মিষ্টি জাতীয় বস্তু থেকে বিরত থাকা আবশ্যক, সকালে পায়ে হাটা উপকারী। মেথী ব্যবহারকালিন সময়ে এলোপ্যথিক ঔষধ সেবন করে থাকলে কোন সমস্যা হবে না।

(২৭) মেথী দানার মোটা চুর্ণ প্রতিদিন ২০ গ্রাম খেলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাত্র দশদিনের মধ্যেই প্রস্রাব ও রক্তে সুগারের পরিমাণ কমে যাবে। যদিও রোগের চিহ্ন সমূহ কমে যাওয়ার কারণে রোগী নিজেই উপকারিতা অনুভব করে কিন্তু উত্তম হচ্ছে প্রত্যেক দশ দিন পর পর সুগার টেষ্ট কারিয়ে নেয়া। সুগারের পরিমাণ অনুযায়ী মেথী দানার ব্যবহার প্রতিদিন ১০০ গ্রাম পর্যন্ত করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে মেথীর বীজ ডালের মত বা কোন সবজির সাথে মিশিয়ে রান্না করেও ব্যবহার করতে পারেন।

(২৮) মেথী দানার একটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে যে শুরুতে অনেক রোগীর পেট কিছুটা ফুলে যায় কিন্তু পরে এ প্রতিক্রিয়া নিজে নিজেই দূর হয়ে যায়।

(২৯) লো সুগার রোগী মেথী ব্যবহার করবেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" **(জামে সগীর)**

মেথী কোলেষ্টরল কমিয়ে দেয়

(৩০-৩১) এক গবেষনা অনুযায়ী প্রতিদিন মেথী দানা ব্যবহার দ্বারা কোলেষ্টরল **(CHOLESTEROL)**, ট্রাইগ্লিসেরাইড **(TRIGLYCERIDES)** হ্রাস পায় এবং হৃদরোগের সম্ভাবনা কমে যায়।

(৩২) মেথী প্রস্রাব আনয়নকারী, কিডনির ফোলার কারণে যখন প্রস্রাব কম আসে তখন মেথীর ব্যবহার দ্বারা আল্লাহ্ **তা'আলার** দয়ায় প্রস্রাব স্বাভাবিক ভাবে বেরিয়ে আসে।

শীতকালে মেথীর উপকারিতা

(৩৩) শীতকালে প্রত্যেকদিন খাওয়ার পর পানি দিয়ে মেথী দানা আধা চা চামচ ব্যবহার করলে শীতকালের অধিকাংশ রোগ থেকে রক্ষা পাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

(৩৪) ঠান্ডার কারণে প্রস্রাবে কষ্ট হলে মধুর সাথে মেথীর দানা ব্যবহার করলে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে।

চুল লম্বা করুন, চুল ঝরা থেকে রক্ষা করুন

(৩৫) মেথী দানা পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে নরম করার পর পিষে সপ্তাহে দুইবার এভাবে লাগান যাতে চুলের গোড়াতেও লাগে এবং কমপক্ষে একঘন্টা দিয়ে রাখুন এরপর মাথা ধুয়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চুল ঝরা বন্ধ হয়ে যাবে এবং চুল লম্বাও হবে।

(৩৬) মেথীর শাক অর্থাৎ পাতা চেহারায় মালিশ করাতে চেহারা পরিস্কার হয়ে যায়।

মহিলাদের রোগ সমূহ

(৩৭) মেয়েদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার প্রারম্ভে মাসিকের কারণে অনেক সময় শারীরিক ক্লান্তি, দূর্বলতা, চেহারার অনুজ্জলতা ও হলুদভাব চলে আসে, অতিরিক্ত মাসিকের কারণেও এমন লক্ষণ প্রকাশ পায়, এ অবস্থায় মেথীকে ভেজে মাংস বা অন্য কোন সবজির সাথে খেলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এ অবস্থা দূর হয়ে যাবে।

(৩৮) যেসব মেয়েদের বার বার রক্ত আসে তাদের জন্য মেথীর ব্যবহার উপকারি।

(৩৯) মেথী দানা গর্ভাশয়ের ফোলা ও ব্যথা ইত্যাদিতে উপকারি।

(৪০) বাচ্চা প্রসব করার পর মায়ের দুগ্ধের উৎপাদন কম হলে স্বল্প পরিমাণ মেথীর বীজ কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ব্যবহার করলে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারে।

মেজায প্রফুল্ল হয়

(৪১) মেথীর পাতা সিদ্ধ করার পর হাল্কা ভূনে খেয়ে নিন, তাহলে শরীরের এক ধরণের পিত্ত ও হলুদ বর্ণের তিক্ত পানির মাত্রারিক্ততা দূর হয়ে মেজায প্রফুল্ল হয়ে যায়।

(৪২) মেথীর পাতা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" (কানযুল উম্মাল)

(৪৩) মেথীর পাতা কোষ্টকাঠিন্য দূর করে, মল-মুত্র স্বাভাবিক ভাবে বেরিয়ে আসে, আর এভাবে মানুষ নিজেকে তরতাজা ও হালকা পাতলা অনুভব করে।

মেথীর কফির মাদানী ফুল

(৪৪) মেথীর কফি (অর্থাৎ- সিরাপ) তৈরি করা অনেক সহজ, পরিমাণ অনুযায়ী মেথী দানা পানিতে ঢেলে চুলায় কিছুক্ষণ ভালভাবে সিদ্ধ করে ছেকে নিন, কফি (সিরাপ) তৈরি হয়ে গেল।

(৪৫) মেথীর কফি কাঁশি, গলা ফোলা ও সেটার জ্বালা যন্ত্রনা এবং ব্যথায় উপকারী।

(৪৬) মেথীর কফি বা সিরাপ শ্বাসকষ্ট ও পেটের জ্বালা যন্ত্রনার জন্য উপকারি।

(৪৭) মেথীর কফি পেট ও অন্ত্রের আবর্জনা পরিষ্কার করে, হজম শক্তি বৃদ্ধি ও ক্ষতিকর আর্দ্রতা বের করে দেয়।

(৪৮) মেথীর কফি ঘাম সৃষ্টি করে এবং যদি রক্তে যে কোন ধরণের জীবাণুর অপরিচ্ছন্নাতা বা বিষাক্ততা থাকে এবং এর কারণে জ্বর আসে তবে সেটাকে শরীর থেকে বের করে দেয় এছাড়া জ্বরের মাত্রাও কমিয়ে দেয়।

(৪৯) সাধারণ রোগ সর্দি, কাঁশি, জ্বরে খালি পেটে দিনে তিন চারবার ১ কাপ মেথীর কফি পান করা যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুই তিন দিনের মধ্যে এ কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

(৫০) যদি মুখে দূর্গন্ধ আসে, শরীরের কোন অংশ যেমন- নাক, কান ইত্যাদিতে দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু জমাট বাধে, পেট থেকে তীব্র দূর্গন্ধযুক্ত বায়ু বের হতে থাকে, শরীর থেকে ঘামের তীব্র দূর্গন্ধ বের হয়, তবে মেথীর কফি লাগাতার কিছুদিন ব্যবহার করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এটা আপনার শরীরের সকল নষ্ট ও বিষাক্ত উপসর্গ সমূহ বের করে দিবে এবং দূর্গন্ধের অভিযোগ দূর হয়ে যাবে।

গুটকা সেবনকারীর দুর্দশাগ্রস্থ মুখের চিকিৎসা হয়ে গেল (ঘটনা)

জনৈক ভদ্রলোকের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: আমি প্রায় ২০ বছর যাবত গুটকা খেয়েছি আর এত বেশি খেয়েছি যে নামায ও খাবার খাওয়া ব্যতিত আমার মুখ কখনো খালি থাকতনা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখন চার বছর ধরে পান গুটকার অভ্যাস একেবারেই ছুটে গেছে, ছুটে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আমার মুখের ভিতর কাঁচা হয়ে একেবারে গলে গিয়েছিল, আমি তরকারী তো দূরের কথা দই দিয়েও রুটি খেতে পারতাম না। তরকারী ও দই দ্বারা আমার মুখ জ্বালা যন্ত্রনা করত। লবন ও মরিচ বিহিন শুধুমাত্র সাদা খিচুড়ি খেতাম, আমর মুখ ভালভাবে খুলতে পারতাম না। যখন এটা জানতে পারলাম যে পান গুটকা দ্বারা মুখে ক্যান্সার হয়, আমি অনেক দুঃশ্চিন্তায় হড়ে গেলাম।

একবার ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ চৌকিদারের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে নিজের দুঃশ্চিন্তার কথা বললাম, সে বলল: বাজার থেকে দশ টাকার ফিটকারি ও দশ টাকার মেথী দানা যা আচারে ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে আস

আর এ দুটি ঔষধ একটি স্টীলের পাত্রে চার লিটার পানির মধ্যে ঢেলে চুলার উপর হালকা আগুনে গরম করতে থাক ফিটকারিও পানিতে মিশে যাবে এবং মেথী দানাও পানিতে ফেটে যাবে, যখন এক লিটার পানি কমে যাবে অর্থাৎ- তিন লিটার হয়ে যাবে তখন চুলা থেকে নিয়ে নাও এবং ঠান্ডা হওয়ার পর সেগুলো বোতলে ভরে রোদ থেকে বাঁচিয়ে ছায়া ও ঠান্ডা জায়গায় রাখবে তবে ফ্রিজে রাখবে না এবং আধোয়া মুখে (নাস্তার পূর্বে খালি পেটে) একটু পানি মুখে নিয়ে থেমে থেমে গড়গড়া ও কুলি কর, এভাবে দিনে চার পাঁচবার ও শোয়ার পূর্বেও করবে, এছাড়া সতর্কতা স্বরূপ এটা বলেছে যে কুলি ও গড়গড়া করার পর কমপক্ষে আধ ঘন্টা পর্যন্ত কিছু পানাহার করবে না।

ঐ লোকটি বলল: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ফিটকারি দ্বারা মুখের ও গলার সকল জীবাণু নিঃশ্বেষ হয়ে যাবে এবং মেথী দানা দ্বারা গলার সকল ক্ষত ভাল হয়ে যাবে। ব্যস এক সপ্তাহ কষ্ট করতে হবে এরপর যা ইচ্ছা পান কর, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কোন অসুবিধা হবে না।

আমি এই চিকিৎসা ঐ দিনই তৈরী করে ব্যবহার করা আরম্ভ করে দিলাম, আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার মুখ সুস্থ হতে লাগল, মুখের ক্ষত ভরে গিয়ে ক্ষত দূর হতে লাগল অতঃপর আমি এই চিকিৎসার পর অন্য ব্যবস্থাপত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। আর এ ব্যবস্থাপত্রটা ছিল পুদিনার, কেননা আমি পড়েছিলাম পুদিনা এন্টি এলার্জি **(ANTI-ALLERGIC)** এবং আমার মনে পড়ছিল যে আমি কোথাও এটা পড়েছি,

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

পুদিনা ক্যান্সার দূর করে দেয় তাই আমি পুদিনা শুকিয়ে বোতলে ঢেলে নিলাম আর দিনে কয়েকবার দুই চিমটি করে মুখে নিয়ে ভালভাবে চুষে চুষে ও চিবিয়ে খেতাম, সামান্য জ্বালা যন্ত্রনা হত কিন্তু اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার মুখ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। কোথায় আমি সামান্য মরিচও খেতে পারতাম না কিন্তু আজ আমার মুখ একেবারে আগের মত হয়ে গেছে যেন আমি কখনো পান গুটকা খায়নি। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখন পান গুটকা থেকে চিরদিনের জন্য কানে ধরলাম। আমার চোয়াল বেশি সংক্রমিত হয়নি কিন্তু এরপরও আমি নামাযের পূর্বে দাঁতে মিসওয়াক করা আরম্ভ করলাম মিসওয়াকে দাঁতে চেপে ধরে চোয়ালে হালকা হালকা চালাতাম যার দরুণ সেটাও পূর্বাবস্থায় ফিরে আসল। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি একেবারে সুস্থ হয়ে গেলাম এবং মুখের এ বিষাক্ত রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলাম। (পান গুটকা ইত্যাদির ধ্বংসলীলা সম্পর্কে জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **"পান গুটকা"** নামক রিসালাটি অধ্যয়ন করুন।)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চোখের নম্বর ও ছানি দূর হয়ে গেল (ঘটনা)

কারো বর্ণনা হচ্ছে: আমার ভাইয়ের দৃষ্টিশক্তি দিন দিন দূর্বল হতে লাগল এবং চশমার নম্বরও বৃদ্ধি পেতে লাগল, সে কারো পরামর্শ অনুযায়ী আমল করল اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার দৃষ্টিশক্তি ঠিক হয়ে গেল!

আমার নানীর চোখে সাদা ছানি পড়ল, যখন ঐ ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কাজ করল তার দৃষ্টি শক্তিও ঠিক হয়ে গেল! **চিকিৎসার পদ্ধতি হচ্ছে:** বিশুদ্ধ যমযমের পানি কোন খালি ড্রপে ঢেলে নিন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর উভয় চোখে এক ফোটা করে ঢালুন যদি চোখ নষ্ট হয়ে থাকে তবে জ্বালা যন্ত্রনা করবে কিন্তু ঘাবড়াবেন না ধীরে ধীরে চোখ সুস্থ হতে থাকবে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্বালা যন্ত্রনাও কমতে থাকবে। (চিকিৎসার সময় সীমা: আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত)

মোটর সাইকেলের পেট্রোলে বরকত হওয়ার ঘটনা

জনৈক ভদ্রলোকের বর্ণনা: আমি আমার মোটর সাইকেলে ৮ লিটার পেট্রোল ভরে নিতাম যা শুধুমাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত হত, অতঃপর আমি পেট্রোল ভরানোর পূর্বে আগে ও পরে দরূদ শরীফ সহ সাতবার সূরা কাউসার পাঠ করে পেট্রোলের টাঙ্কিতে ফুঁক দিতে আরম্ভ করলাম اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখন ঐ ৮ লিটার পেট্রোল দ্বারা তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net